নবমত, জাতির প্রয়োজনের অনুকূল বলে জাতীয় স্বার্থ সবসময়ই বৈধ এবং নৈতিকতাসম্পন্ন হবে এমন কোনো কথা নেই। জাতীয় স্বার্থরক্ষার তাগিদে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া কখনোই নৈতিক হতে পারে না। **হফম্যান** (Hoffmann) যথার্থই বলেছেন, যা কিছু বাস্তব তা যুক্তিযুক্ত নয় ("...there is no need to suppose that reality is generally rational too.")। আন্তর্জাতিক স্তরে জাতীয় স্বার্থ তখনই বৈধ বা নীতিসম্মত হতে পারে যখন তা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

স্টানলি হফম্যান-এর মতে, ১৯৫০-এর দশকে মরগেনথাউ-এর বাস্তববাদী তত্ত্ব বিশ্বের ঘটনা-প্রবাহের বিশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও, দুটি কারণে এই তত্ত্বটি অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হয়। (১) এই তত্ত্বে ক্ষমতাকে রাজনীতির সামার্থক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ক্ষমতা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য লাভের উপায়। হফম্যানের মতে, ক্ষমতাকে রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত করার ফল বিপজ্জনক হতে পারে। (২) এই তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ত্রুটি হল এই যে, এই তত্ত্বে লক্ষ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোচনা নেই।

উপরিউক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই তত্ত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা ক্ষেত্রে একটা আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির মর্মবস্তু হল রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বিশ্বজনীন নৈতিকতা বলে কিছু নেই, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রতিটি রাষ্ট্র নৈতিকতার আড়ালে জাতীয় স্বার্থ পূরণে সচেষ্ট থাকে, জাতীয় স্বার্থ মেনে রাষ্ট্র যে নীতি নির্ধারণ করে সেটাই যুক্তিযুক্ত—বাস্তববাদীদের এইসব বক্তব্য সমসাময়িককালের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৯.১৩ নয়া-বাস্তববাদ
Neo-Realism

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন অ-রাষ্ট্রীয় একের ভূমিকাকে গুরুত্ব না দেওয়া, মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও রাষ্ট্রনেতাদের হাবভাব-এর ভিত্তিতে ক্ষমতা-রাজনীতির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ—এইসবের প্রেক্ষিতে গত শতকের সত্তরের দশকে বাস্তববাদীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকে। তাছাড়া ওই সময় OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তক্রমে তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে বাস্তববাদী তত্ত্বের দুর্বলতাগুলি আরও প্রকট হয়। এই পরিস্থিতিতে বাস্তববাদী তত্ত্বকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা যায়। এই প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে **কেনেথ ওয়ালজ (Kenneth Waltz), মারশেমার (Mearsheimer)** প্রমুখ কতিপয় লেখক বাস্তববাদকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন। এঁদের প্রচেষ্টায় বাস্তববাদ নয়া-বাস্তববাদ (Neo-Realism)-এ উত্তীর্ণ হয়।

নয়া বাস্তববাদের পরিচয় পাওয়া যায় **কেনেথ ওয়ালজ** লিখিত **Theory of International Politics (1979)** গ্রন্থে। ওয়ালজ-এর বক্তব্য হল এই যে, বাস্তববাদী তত্ত্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আলাদাভাবে রাষ্ট্রীয় এককগুলির আচরণ ও মিথস্ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু যে বৃহত্তর বিশ্ব-কাঠামোর মধ্যে এই সমস্ত একক ক্রিয়াশীল থাকে, যার প্রভাবে এদের আচরণ নির্ধারিত হয় অথবা পরিবর্তিত হয়, সে সম্পর্কে এই তত্ত্বে কিছুই বলা হয়নি। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রত্যেক রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন ও প্রসারের লক্ষ্যে ধাবিত হলেও, প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠা বিশ্ব-কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। ওয়ালজ-এর মতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এককের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রকারী বিশ্ব-কাঠামোর শক্তিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে না পারাই বাস্তববাদীদের অন্যতম প্রধান ব্যর্থতা ("Realists.... fail to conceive of structure as a force that shapes and shoves the units.")। এই বৃহত্তর বিশ্ব-ব্যবস্থার চাপ আছে বলেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনৈতিক আচরণের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া এই দুটি দেশের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উভয়ের আচরণের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। উভয়েই একইভাবে সামরিক ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধিতে সক্রিয় থেকেছে, প্রচারকার্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ

Scanned with CamScanner

করেছে, বিশ্ব-জনমতকে নিজের নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা করেছে, চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে একে অপরকে আঘাত করা থেকে বিরত থেকেছে।

তাই নয়া-বাস্তববাদীদের মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সম্যকভাবে অনুধাবন করতে হলে রাষ্ট্রীয় এককের স্তরে আবদ্ধ না থেকে ব্যবস্থা সংক্রান্ত স্তর (Systemic Level)-এর ওপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। বিশ্ব কাঠামো হল সমগ্র, রাষ্ট্র হল তার অংশ। অংশকে দিয়ে সমগ্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর সঙ্গে তার অংশগুলি (বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় একক) ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চললেও একথা ভুললে চলবে না যে, আন্তঃরাষ্ট্র ব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রগুলি থেকে স্বতন্ত্র, এর একটি নিজস্ব তাত্ত্বিক ক্ষেত্র রয়েছে।

নয়া-বাস্তববাদীরা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাঠামোকে তিনটি উপাদানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন, যথা—(১) গঠনগত নীতি (organising principle), (২) এককের বিভিন্নতা (differentiation of units), এবং (৩) সামর্থ্যের বন্টন (distribution of capabilities)।

(১) ওয়ালজ-এর মতে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রধান গঠনগত নীতি (organising principle) হল নৈরাজ্য (anarchy)। অর্থাৎ এখানে কোনো আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না, প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী বিদেশনীতি অনুসরণ করে। এই নৈরাজ্যমূলক পরিমণ্ডলের মধ্যে কোনো রাষ্ট্র সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে নিজের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নিলে, অন্যান্য রাষ্ট্র এই সামরিক প্রস্তুতিকে আক্রমণের উদ্যোগ বলে মনে করতে পারে। অন্যভাবে বললে, কোনো একটি রাষ্ট্রের সামরিক প্রস্তুতি অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ জাগিয়ে তুলতে পারে। এই নৈরাজ্য প্রসূত অনিশ্চয়তার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার স্থানটি দখল করে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ, যা যুদ্ধ বা সংঘাতের সম্ভাবনাকে লক্ষণীয়ভাবে বাড়িয়ে তোলে। এইভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনেতাদের চরিত্র বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তৎপরিবর্তে আন্তর্জাতিক কাঠামোর নৈরাজ্যিক চরিত্রটাই রাষ্ট্রীয় আচরণ-এর মুখ্য নির্ধারক হয়ে ওঠে।

(২) ওয়ালজ-এর মতে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার এককগুলির প্রত্যেকেই সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু সামর্থ্যের দিক থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। এখানে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্রশক্তি সম্পন্ন—এই তিন ধরনের রাষ্ট্র দেখা যায়। যুদ্ধ ও শান্তি, জোট রাজনীতি, ক্ষমতার ভারসাম্য প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে এই ক্ষমতার বিভাজন বা বণ্টনের বিষয়টি মাথায় রাখতেই হবে। কারণ বিশ্বরাজনীতির কোনো এক মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাঠামোর মৌল চরিত্র নির্ধারিত হয় সেই সময়ের বৃহৎ শক্তির সংখ্যা ও ভূমিকার দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ, ঠান্ডা লড়াইয়ের আমলে (১৯৪৫—১৯৮৯) যে দ্বিমেরু বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া নামক দুটি বৃহৎ শক্তির ভূমিকা। ওয়ালজ-এর মতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের রাষ্ট্র, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিগুলি, প্রতি মুহূর্তেই অন্যান্য রাষ্ট্রের সামর্থ্যের হ্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারে সজাগ থাকে। সুতরাং ক্ষমতা বা সামর্থ্য হল উপায়, লক্ষ্য হল নিরাপত্তা। যে-কোনো রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য যতখানি প্রয়োজন ততখানি ক্ষমতা অর্জন করতে সচেষ্ট হবে; মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতালিপ্সা তার নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে। অর্থাৎ, ওয়ালজ-এর মতে রাষ্ট্রক্ষমতা সম্প্রসারণের প্রক্রিয়াটি একটি রক্ষণাত্মক (defensive) প্রক্রিয়া। তাই ওয়ালজকে কেউ কেউ রক্ষণাত্মক বাস্তববাদী (Defensive Realist) বলে আখ্যা দেন।

(৩) তবে নয়া-বাস্তববাদীদের মধ্যে আবার কিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা মনে করেন, একটি রাষ্ট্র শুধুমাত্র নিরাপত্তার কারণেই ক্ষমতা সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয় তা নয়। এর পিছনে অন্য কারণও থাকতে পারে, যেমন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করা, ক্ষমতার বিদ্যমান বণ্টন ব্যবস্থাকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসা ইত্যাদি। নয়া-বাস্তববাদীদের এই অংশটিকে বলা হয় 'আক্রমণাত্মক বাস্তববাদী' (Offensive Realist)। এর মুখ্য প্রবক্তা হলেন জন মেয়ারশিমার (John Mearsheimer)। মেয়ারশিমার-এর মতে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাঠামোটি রাষ্ট্রগুলিকে তাদের আপেক্ষিক ক্ষমতার স্তরের সম্প্রসারণ ঘটাতে বাধ্য করে ("The structure of

Scanned with CamScanner

the international system compels states to maximize their power position.")। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ওয়ালজ প্রমুখ রক্ষণাত্মক বাস্তববাদীরা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রগুলিকে যেখানে নিরাপত্তা সচেতন (Security maximizers) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, মেয়ারশিমার প্রমুখ আক্রমণাত্মক বাস্তববাদীরা সেখানে রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষমতা সচেতন (Power maximizers) হিসাবে দেখেছেন। মেয়ারশিমার-এর মতে, অসম্ভব জেনেও প্রত্যেক রাষ্ট্রই চায় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় তার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে ("to be the global hegemon of the international system.")।

ক্ষমতার ভারসাম্য প্রসঙ্গেও বাস্তববাদ ও নয়া-বাস্তববাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বাস্তববাদীরা মনে করেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির নৈরাজ্যমূলক পরিমন্ডলে নিজের নিজের দেশের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রসমূহ ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি অনুসরণ করে। তাঁরা আরও মনে করেন, ক্ষমতার ভারসাম্য স্বাভাবিক বা অনিবার্য নয়। ক্ষমতার ভারসাম্য গড়ে তোলার পিছনে রাষ্ট্রনেতাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকে। পক্ষান্তরে নয়া-বাস্তববাদীরা মনে করেন যে, ক্ষমতার ভারসাম্য গড়ে ওঠার পিছনে সচেতন উদ্যোগের খুব একটা ভূমিকা নেই। এটি রাষ্ট্রনেতাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবেই গড়ে ওঠে, ঠিক যেমন খোলা বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে জিনিসপত্রের দামে একটা ভারসাম্য গড়ে ওঠে।

সমালোচনা ঃ বাস্তববাদকে কিছুটা সংশোধন করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়া-বাস্তববাদী তত্ত্বটি গড়ে তোলা হলেও, এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। সমালোচকেরা নয়া-বাস্তববাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত সমালোচনাগুলি তুলে ধরেন ঃ

প্রথমত, **এন্ড্রু লিঙ্কলেটার** (Andrew Linklater)-এর মতে, নয়া-বাস্তববাদে একক (Unit) ও ব্যবস্থার (system) মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে সে সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতিবোধ ও সংস্কৃতির যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, নয়া-বাস্তববাদে সেটিকে স্বীকার করা হয়নি। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নৈরাজ্যমূলক হতে পারে, কিন্তু এই নৈরাজ্যের মধ্যেও শান্তি ও সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে উঠতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শান্তির প্রতীকস্বরূপ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অঙ্কুরোদগম হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে।

তৃতীয়ত, এই মতবাদকে চূড়ান্ত রক্ষণশীল বলে সমালোচনা করা হয়। কারণ এই মতবাদে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের দিকটিকে অস্বীকার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে যায় নয়া-বাস্তববাদে শুধু সেই বিষয়টির গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; এর পরিবর্তনের ব্যাপারে এই তত্ত্ব মোটেই আগ্রহ দেখায়নি। **লিঙ্কলেটারের** মতে, জাতীয় স্বার্থের ধারণার ওপরে উঠে রাষ্ট্রীয় এককগুলি কোনো বৃহত্তর নতুন আন্তর্জাতিক আদর্শ বা নীতিবোধ গড়ে তুলতে পারে কিনা, সে ব্যাপারে এই তত্ত্বে কোনো আলোচনা স্থান পায়নি। তৎপরিবর্তে সংস্কারমুখী প্রকল্পের হতাশব্যঞ্জক কাল্পনিক ভাবনাই ('Loomed utopianism of reformist projects) এই তত্ত্বে মুখ্য হয়ে উঠেছে।[১]

চতুর্থত, নয়া-বাস্তববাদী তত্ত্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শুধু সামরিক উপাদানকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য উপাদানের গুরুত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। বর্তমানের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক শক্তি (trading state) হিসাবে রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের বিষয়টি অস্বীকার করলে বাস্তবকে অস্বীকার করা হবে। আজকের দিনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পর-নির্ভরতা আগের তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে এবং এর ফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অরাজকতা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অনেকটা প্রশমিত হয়েছে।

সুতরাং নয়া-বাস্তববাদকে ত্রুটিমুক্ত হতে হলে বর্তমান দিনে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এইসব পরিবর্তনের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

---

১ Andrew Linklater, *New Realism in Theory and Practice,* Quoted in গৌতম কুমার বসু, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঃ তত্ত্ব ও বিবর্তন—P. 48.

Scanned with CamScanner